দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN 6 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩ ....

১৪ জানুয়ারি জাতীয় শিক্ষানীতি সংসদে উত্থাপন করা হবে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বহুল আলোচিত জাতীয় শিক্ষানীতি আগামী ১৪ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হচ্ছে। গত ২ অক্টোবর মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নীতি অনুমোদিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে এই প্রথম একটি শিক্ষানীতি মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে। স্বাধীনতাপরবর্তীকালে চার বার শিক্ষানীতি প্রণয়নের

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

১৪ জানুয়ারি জাতীয়

(১২-এর পাতার পর)

উদ্যোগ নেয়া হলেও কোনটির সরকারী অনুমোদন হয়নি। শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস, কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া। উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা তথা সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর আগে এক বছর মেয়াদী প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর সুপারিশ এসেছে। এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য জন্ম এবং মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ নিয়ম বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ৪০। পঞ্চম শ্রেণী থেকে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা নেয়া হবে। বিদ্যমান ষষ্ঠ ও দশম শ্রেণীর পরিবর্তে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি ধারা হবে– সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা। দেশের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী খোলা হবে এবং বর্তমান মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং সিস্টেমে। মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন ধাপের মেয়াদ পুনর্বিন্যাস করে ইবতেদায়ী আট বছর, আলিম চার বছর, ফাজিল তিন বা চার বছর এবং কামিল দুই বা এক বছর মেয়াদী করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষার গবেষণা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে। সাধারণ শিক্ষাধারার অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার ধারায় অনুসরণ করা হবে। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয় তথা বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে প্রান্তিক মূল্যায়ন করবে মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন করবে। ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন পরিবীক্ষণ, পরীক্ষা পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধান করবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে যুগোপযোগী করার পাশাপাশি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির মতে, দেশের উচ্চশিক্ষা হবে বিজ্ঞানসম্মত, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী দূরদর্শী ও প্রগতিশীল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের; বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত উপযুক্ত মানের হতে হবে। শিক্ষানীতিতে গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধের জোর সুপারিশ করা হয়েছে।

১২ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় হবে অতিরিক্ত ৩০ হাজার কোটি টাকা।